R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিবাহ ও যে কোন শুভ অনুষ্ঠানে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। জল ও বিদ্যুতের বন্দোবস্ত আছে।
অনুসন্ধান করুন—
মঙ্গলদীপ
প্রযত্নে—রকমারী
(ফাঁসিতলা)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১২ই পৌষ বুধবার, ১৪০১ সাল। ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

কলেজ সাংসদ নির্ব্বাচনে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ছাত্র পরিষদের ভরাডুবি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ ডিসেম্বর, জঙ্গিপুর কলেজে সংসদ নির্বাচনের ফলাফল হয় এস এফ আই ২৪, পি এস ইউ ১, ডি এস ও ১, ছাত্র পরিষদ ১৪ এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র পরিষদ ১। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র পরিষদের ভিতরে গোলমাল শুরু হয়। কংগ্রেসের (সোমেন পন্থী) স্থানীয় নেতা কালু খাঁয়ের সমর্থকবৃন্দ ছাত্র পরিষদের (মমতা পন্থী) বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি আসনেই প্রার্থী দাঁড় করান। ফলে এস এফ আই ২৪টি আসনে সহজেই জয়লাভ করে। এস এফ আই এর জনৈক সমর্থক জানায় ছাত্র পরিষদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে আমাদের পক্ষে প্রচার করার প্রয়োজনই হয়নি অনেক ক্ষেত্রে। নির্বাচনও তাই প্রমাণ করে। বেশ কয়েকটি আসনে ছাত্র পরিষদের সঙ্গে এস এফ আই এর জয় নির্দ্ধারিত হয়েছে ১টি বা ২টি ভোটের ফারাকে। ছাত্র পরিষদের কলেজ সংসদ সভাপতি বিকাশ নন্দ ক্ষোভের সঙ্গে জানান এই কালু খাঁয়ের জন্য এক বছর আগে গরিষ্ঠতা পেয়েও সংসদ গঠন করতে পারেন নি এবারও সেই একই খেলা খেলালেন কালু খাঁ। তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করলেন। শ্রীনন্দ আরো জানান বিক্ষুব্ধ দল বিশ্বাসঘাতকতা না করলে এবারও তাঁরা গরিষ্ঠতা পেতেন।

আমাদের লক্ষ্যই এমপ্লয়মেন্ট এ্যাসুয়েরেন্স স্কীমের টাকার পূর্ণ সদ্ব্যবহার —পঞ্চায়েত সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল তাঁর কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত ১৩ ডিসেম্বর বলেন—আমাদের লক্ষ্য এমপ্লয়মেন্ট এ্যাসুয়েরেন্স স্কীমের যে টাকা আমরা পেয়েছি তাঁর পূর্ণ সদ্ব্যবহার। ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য আমরা প্রথম পায় ৬.২৫ লাখ টাকা। সেই টাকা সুষ্ঠু ব্যয়ের পর মঞ্জুরী পাই ২৫ লাখ টাকা ঐ একই আর্থিক বছরের জন্য। পরে ১৯৯৪-৯৫ বছরের জন্য পাই আরও ২২ লাখ টাকা। ঐ সব টাকা দিয়ে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের যথা মির্জাপুর, জরুর, দফরপুর, কানুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের রাস্তা সংস্কার, পুষ্করিণী করা ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজ করছি ও করে চলবো। নিয়মমত ঐ টাকার মধ্যে ৪০% মেটিরিয়াল ও ৬০% শ্রমিকের মজুরী বাবদ খরচ করতে হবে। ঐ টাকা থেকে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের গৃহ, স্কুল, রাস্তা, কালভার্ট ও জলনিকাশী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা যে সব কাজে হাত দিয়েছি তার মধ্যে মোরাম দেওয়া রাস্তা হবে—দফরপুর শিবতলা থেকে রাজানগর পি এইচ সি পর্যন্ত, দফরপুর মসজিদতলা থেকে ডিপটিউবওয়েল হয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত, রাজানগর থেকে নতুনগঞ্জ, মির্জাপুর পাকা রাস্তার ধার থেকে দক্ষিণপাড়া, আড়াইডাঙ্গা থেকে পশই, বাণীপুর থেকে তালাই এবং নাইত থেকে বাইন্ধ্যা পর্যন্ত। মাটির রাস্তা মির্জাপুর শীতলতলা থেকে অনুপপুর, জরুর থেকে রমণা, দফরপুর শিবতলা থেকে রাণীনগর পঞ্চায়েত অফিস, এন এইচ ৩৪ থেকে গুজিরপুর হয়ে গদাইপুর সোনাটিকুরী, কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে গুজিরপুর, আলের উপর (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা ব্যারেজের জি এমের মৃত্যুতে স্মরণসভা

ফরাক্কা ঃ গত ২৭ ডিসেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজের জি এম রামেশ্বরনাথ সিন্‌হার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ব্যারেজ রিক্রিয়েশন হলে। ঐ দিনই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাও জানানো হয়। প্রয়াত সিন্‌হা ফরাক্কার জনমনে এক বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত সহযোগিতায় ফরাক্কা নুরুল হাসান কলেজ গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, গত ২২ ডিসেম্বর (শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

যুবক খুন ঃ ট্রেনে কাটা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা

সাগরদীঘি ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর এই থানার মোরগ্রাম রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে আউটার সিগন্যালের কাছে একটি যুবকের মৃতদেহ খণ্ডিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহটি পার্শ্ববর্তী বীরভূমের সালিসাণ্ডা গ্রামের ধীরেন বাগদীর (২৫)। খবরে প্রকাশ এর আগের রাতে সন্ধ্যের দিকে সাঁকোবাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে তাকে খুন করে রেল লাইনের উপর মৃতদেহটি শুইয়ে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

লোডশেডিং এবং লো-ভোল্টেজে অবস্থা কাহিল

ধুলিয়ান ঃ বেশ কয়েক মাস লাগাতারভাবে লোডশেডিং এর পাশাপাশি চলছে লো-ভোল্টেজের খেলা। প্রায় দিনই লোডশেডিং ঘটে চলেছে। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ এর এই বেহাল অবস্থাকে সিজনাল ট্রাবল বলে চালাবার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু গোড়ায় গলদ। ঠিকমত ট্রান্সফর্মার মেরামত হয় না। দীর্ঘ দিন একই তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাবার ফলে তারগুলি ঝরঝরে হয়ে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই পৌষ বুধবার, ১৪০১ সাল

শীতের গীত

আমাদের ঋতুরঙ্গের এই দেশে প্রত্যেকটিই এক একটি বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হয়। আর তাহার সেই উপস্থিতি মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কবিকুল তাঁহাদের কল্পনার জাল বিস্তার করিয়া বহুবিধ শব্দবিন্যাসে তদ্বিষয়ক বর্ণনায় মুখর থাকেন এবং প্রকৃতির প্রতি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর রাখিয়া দেন। অতি বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ঋতু বিশেষে বাস্তব চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন।

মূলতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু তথাকথিত অর্কবিদিগের কাছে এক এক রূপ লইয়া উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকে তাঁহারা রুদ্রের প্রচন্ডতায় ভূষিত করেন। বর্ষাতে রাক্ষসীর করালগ্রাস দেখেন। শীতের জড়ত্বে বার্দ্ধক্যের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই তিন ঋতুই যেন কিছু জীবনের দাবী করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে মৃত্যু, বর্ষার প্লাবনে মৃত্যু ও শীতের শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যু।

এবারের শীতে যে শৈত্যপ্রবাহ কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে তজ্জনিত মৃত্যুও হইয়াছে। একধারে শীত দিয়াছে প্রাণ ধারণের নানা সম্ভার। শস্য, সব্জি এবং অন্যান্য নানা উপকরণে শীত ডালা সাজাইয়া যে ভোজের আমন্ত্রণ জানায়, তাহাতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। বিবিধ শাকসব্জির উপকরণে গৃহস্থের অন্নথালি সজ্জিত হয়; অন্যদিকে পিঠে-পায়েসের আয়োজনে রসনার পরিতৃপ্তি। কিন্তু এও তো আজ অর্কবিজনোচিত হইল না। কবির কল্পলোকের কথার মত শুনাইতেছে এবং আজিকার সমস্যাজর্জ্জরিত মানুষের ভাগ্যকে যেন উপহাস করা হইতেছে। ইহা যথার্থ বটে। যে শীত মানুষের পরিপাক শক্তির এক বাড়তি ক্ষমতা দেয় এবং তাই বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীর পসরা সে সাজায়, সে শীত ঋতু আজ মানুষের মনে আবেদনের সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না। পরিপাক করিবে যে সব বস্তু, তাহা ভাগ্যবান কুবের প্রতিনিধিদের করায়ত্ত; 'হারু সেখ' ও 'রামা কৈবর্ত''দের কাছে তাহা স্বপ্নসম।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে' শীতের ভোর হচ্ছে। চারিদিকে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ। 'নদীর তীক্ষ্ম শীতল ঢেউয়ে' শীতের অস্থিরতা। চারিদিকে জড়তাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। বিবর্ণ কাননবীথির মধ্যে এক সীমাহীন রিক্ততা। ডালপালাগুলি অসহায়। মাঠে ধান কাটা হয়ে গেছে। সেখানে এক সীমাহীন শূন্যতা। শীতের সূর্য এখনও উঠেনি। হয়তো দেরীতে উঠবে।

রাস্তার এক পাশে এক দঙ্গল ছেলে শীতে কাঁপছিল। গায়ে স্বল্প শীতের বস্ত্র। সস্তায় কেনা। এরা অপেক্ষা করে আছে শীতের রৌদ্রের জন্য। চোখ আকাশের দিকে। হয়তো বলতে চাইছে ঃ

'হে সূর্য তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড় কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত কাটাই!'

তাই এদের কাছে 'সকালের এক টুকরো রোদ্দুর' 'এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।' তাই এরা ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। আসে রাস্তায় 'এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।' এদের স্যাঁত সেঁতে ভিজে ঘরে উত্তাপ আর আলোর অভাব।

শীত এসেছে। সঙ্গে তার উপহারের ডালি। বহিরঙ্গে শূন্যতা থাকলেও অন্তরে সে রিক্ত নয়। দোপাটি অতসী গাঁদায় ভরিয়ে দেয় সে ফুলের ডালি। শীতের মরশুমে বাজারে শাক-সব্জির প্রাচুর্য। খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি। সেগুলি চলে যাবে গ্রাম থেকে গঞ্জে। শীতের সময় উৎসবে মেতে উঠেছে মহানগরী। ময়দানে বসেছে সার্কাসের আসর। সারারাত ব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা-ম্যাজিক তো আছেই। এর পর বড়দিনের উৎসব। মেতে উঠেছে মহানগরী। যদিও এই উৎসব মূলতঃ খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের; তবুও এই উৎসব বাঙালীর কাছে এক বিশেষ সাড়া নিয়ে আসে। এটাই বোধ হয় বাঙালী কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সে সকলকেই নিজের আত্মীয় ভাবে। এটাই আমাদের সংস্কৃতির সংশ্লেষণাত্মক দিক।

মহানগরীর শীতের আনন্দের জোয়ার ক্রমশই প্রবাহিত হচ্ছে মফস্বলের গ্রাম-গঞ্জের দিকে। এখানেও বসেছে যাত্রার আসর। কলকাতা থেকে বিভিন্ন অপেরার দল বাস হাঁকিয়ে ছুটছে গ্রাম-গঞ্জের রাস্তায়। বিভিন্ন ময়দানে ক্রিকেট ভলিবলের আসর। আর রাস্তার পার্কে বা কোন গ্রামের মাঠে একদল ক্ষুদে কপিলরা ব্যস্ত তাদের খেলা নিয়ে। এছাড়া উড়ছে শীতের আকাশে লাল-নীল-সবুজ ঘুড়ি। এর সঙ্গে তো বনভোজনের আনন্দ আছেই। এ যুগের ছেলেরা যাকে বলে 'পিকনিক' বা 'ফিস্ট'। মেতে উঠেছে সকলে শীতের মরশুমে।

ঠিকাদারী সংস্থায় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে লোক নেবার দাবী

নবারুণ ঃ স্থানীয় ডি ওয়াই এফ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে দাবী জানিয়েছেন— ঠিকাদারী সংস্থাগুলিতে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র মারফৎ লোক নিয়োগ করার। তাঁরা বলেন— তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বর্তমানে লোক নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়ায় জমি অধিগৃহীত হয়ে যাওয়া পরিবারের লোকের কর্মসংস্থান ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে বড় বড় ঠিকাদারী সংস্থাও কারবার শেষ করে চলে যাওয়ায় বেশ কিছু কর্মী কর্মচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। তবুও বর্তমানে ছোট ছোট বহু ঠিকাদারী সংস্থা এ অঞ্চলে রয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের খেয়াল খুশিমত কর্মী নিয়োগ করায় এই সব বেকাররা খুবই অসুবিধাই পড়েছেন। তাই ডি ওয়াই এফ দাবী করে— এই সব সংস্থাকে বাস্তুচ্যুত পরিবার থেকে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র মারফৎ কর্মী নিয়োগে বাধ্য করা হোক। তাদের দাবী কর্মী বিনিয়োগ কেন্দ্র মারফৎ ৬০%, জমি অধিগৃহীত পরিবার থেকে ২০% এবং ২০% ছাঁটাই কর্মীদের মধ্য থেকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে এই উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতে হবে।

বাবরী মসজিদ দিবসে বন্ধের ডাক

ধুলিয়ান ঃ গত ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার কালা দিবস স্মরণে মুসলীম লীগ বন্ধ ডাকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এখানকার হাট-বাজার, রিকসা, টমটম এবং বেসরকারী বাস বন্ধ হয়ে যায়। কিছু কিছু এলাকায় মসজিদ ও বাড়ির মাথায় কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। তবে বন্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল। মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

আভিজাত্যে ভরা কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান কার্ড্স ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ

তবে শীতকাল সকলের কাছে আনন্দবহ নয়। মনে পড়ে যায় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার কথা।

'পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনপাৎ তামবুল তপনে॥'

সত্যিই তাই। সঙ্গতিপন্ন লোকেদের কাছে পৌষ মাস সুখদায়ক। এ সময় তারা সুখে কালাতিপাত করে কিন্তু দরিদ্র লোকের পক্ষে শীত মৃত্যুর মত যন্ত্রণাদায়ক। শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রও এরা সংগ্রহ করতে পারে না। তাই মধ্যযুগের ধুলিধুসরিত দুঃখ-বেদনা পীড়িত সমাজ জীবনের সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত জনজীবনের কোন ফারাক বোধ হয় আমরা খুঁজে পায় না। —মনি সেন

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই দক্ষিণ-পাড়া এলাকার অশান্তির আসল কারণ

বিশেষ প্রতিবেদক, মির্জাপুর ঃ সম্প্রতি মাঠের ধানের জাগালদারীকে কেন্দ্র করে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাড়া, ধলো ও নওদায় শান্তি বিঘ্নিত হয় ও দুই দলের মধ্যে গোলমাল বাধে। পুলিশ এই ঘটনায় দক্ষিণপাড়ার বনি সেখ:ক প্রথমে গ্রেপ্তার করে। খবর ১৯৭৮ সালে এই জাগালদারীকে কেন্দ্র করে রীতিমত সংঘর্ষ হয়। সেই সময় তদানীন্তন মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে শান্তি কমিটির মাধ্যমে দক্ষিণপাড়া, নওদা ও ধলোর জন্য পৃথক পৃথক জাগালদার বাহিনী গঠিত হয়। অবশ্য তাতেও অশান্তি কমেনি। মাঝে মাঝে গোলমাল লেগেই থাকে। কখনও কখনও দু'চারটে প্রাণ হানির ঘটনাও ঘটেছে। বর্তমানে যাতে আর কোন বড় ধরনের গোলমাল না হয় তার জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার তদানীন্তন ওসি পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় পঞ্চায়েত অফিসে সবসম্প্রদায়ের এবং রাজনৈতিক দলের এক সভা ডাকেন। কিন্তু সেখানে বেশির ভাগ মানুষই অনুপস্থিত থাকায় ওসি আগের বছরের অবস্থাই বজায় রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে। অন্যদিকে প্রাক্তন প্রধান কংগ্রেসের হাবিবুল্লা সেখের খাস প্লটে বসবাস করা বেশ কিছু সাঁওতাল ধীরে ধীরে কংগ্রেস রাজনীতির শিকার হয়ে পড়ে এবং উসকানি পেয়ে শান্তি বিঘ্নিত করতে থাকে। তথাকথিত নেতারাও এদের নিয়ে খেলা শুরু করেন। গত ২০ নভেম্বর মনিগ্রাম থেকে বেশ কয়েক-জন সাঁওতাল মির্জাপুরের এই সাঁওতালদের মদত দিতে এখানে এসে হাজির হলে অশান্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্প থাকায় সুবিধা করে উঠতে পারে না এবং পুলিশ ১২ জন সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। এদের মুক্তির দাবী নিয়ে রঘুনাথ-গঞ্জে কংগ্রেসের কালু খাঁর নেতৃত্বে সাঁওতাল-দের এক দল তীর ধনুক, লাঠি, প্রভৃতি নিয়ে মিছিল করে থানায় হাজির হয় ও শ্লোগান দিতে থাকে। কিন্তু পুলিশ ধৃত আসামীদের মুক্তি না দিয়ে তাদের কোর্টে হাজির করে দেয়। কংগ্রেসী মিছিলের পাল্টা হিসাবে সি পি এমও মিছিল করে এবং পথসভা করে। পথসভায় ফুলতলায় মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও উদয় ঘোষ তাঁদের বক্তব্যে জানান কংগ্রেস এর ষড়যন্ত্রেই এই গোলমালের সৃষ্টি। তাঁরা দক্ষিণপাড়া ও নওদার শান্তি বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় মেতেছেন এবং সেখানে তাঁদের জনসমর্থন না থাকায় মনিগ্রাম থেকে কিছু সমর্থক সাঁওতাল নিয়ে এসে মিছিল করান।

আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি নওদা দক্ষিণ-পাড়া ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সেখানকার অনেকেই জানান ধানকাটা বা জাগালদারী নিয়ে গোলমাল হয়েছে এ কথা ঠিক নয়। রাজনৈতিক অঞ্চল দখলের স্বার্থেই নেতারা মেতে উঠেছেন এবং এ অঞ্চল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তা আবার ফিরিয়ে আনতে কংগ্রেস নেতারা এ গোলমাল সৃষ্টি করেছেন। দক্ষিণপাড়া ও নওদার মাঠে জাগালদারী নিয়ে ১৯৬২-৬৩ সালে এক চুক্তিনামা হয় মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসকের উপস্থিতিতে। তাতে ঠিক হয় দক্ষিণপাড়ার লোকজনই মাঠ আগলাবেন। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস নেতারা ঐ চুক্তি মানতে চাইছেন না। তাঁরা কৌশলে গোলমাল সৃষ্টি করে জল ঘোলা করছেন। অপরদিকে সি পি এম নেতৃত্ব ও তাঁদের দখল করা অঞ্চল ছেড়ে দিতে নারাজ। দক্ষিণপাড়ায় প্রথম গোলমাল সৃষ্টি হয় মোষ খোঁয়াড়ে দেওয়া নিয়ে। সেই গোলযোগের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসী নেতারা সাঁওতালদের ক্ষিপ্ত করতে শুরু করে। যে সমস্ত সমাজবিরোধী এককালে কংগ্রেসী নেতাদের মদতে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী বা মজুত করতেন, এবার কংগ্রেসীরাই তাদের ধরিয়ে দেন। ধৃত দুষ্কৃতিদের স্বীকারোক্তি থেকেই জানা যায় এককালে তাঁরা কংগ্রেসী মদতেই ওই সব সমাজবিরোধী কাজ কর-তেন। এখন দল বদল করায় ঐ সব নেতাই তাঁদের ধরিয়ে দিলেন প্রতিশোধ নিতে।

'সিসিফাস' ঃ উত্তরণের নাটক

সৌমিত্র সিংহ রায় ঃ 'বলাকা' নাট্যগোষ্ঠী সাম্প্রতিকতম নাটক 'সিসিফাস' অভিনয় করল গত ২০ ডিসেম্বর, রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে। জঙ্গিপুরের নাট্য জগতে অতীতে সফল নাট্য প্রযোজনায় দীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী রঘুনাথ-গঞ্জের 'বলাকা' আবার আত্মপ্রকাশ করল তন্দ্রার হিমগর্ভ থেকে—এটা তাঁদের প্রত্যয়ী ঘোষণা। গ্রীক-পুরাণ গাথার কাহিনী, বিদেশী নাটক ভেবে নিয়ে দেখতে বসলেও নাট্যকারের সফল রচনার গুণে চরিত্রগুলির বিজাতীয় নাম থাকলেও সমাজ ভাবনার মৌলিক উপাদানে ভরা পূর্ণাঙ্গ নাটক। রবীন্দ্র ভবনের শব্দ-প্রক্ষেপণে ত্রুটি আছে নির্মাণে। তাই, উপস্থাপনে অসুবিধা থাকলেও ত্রুটিমুক্ত প্রযোজনার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। অতীতের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অভিনেতা এবং প্রতিশ্রুতিবান তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সুস্থ-সংস্কৃতি চর্চায় 'সিসিফাস' নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের কালজয়ী চেতনার নাটক। অভিনয়ে কিছু কিছু দুর্বলতা থেকে গেছে। তবে সাম-গ্রিকভাবে ভাল। মঞ্চসফল নাটকের গৌরব পেতে হলে আরও অনুশীলনের দরকার।

আবহ-সঙ্গীতের অভাব আলোর অপটু ব্যবহার নাটকের ত্রুটি। মূল মঞ্চের আশেপাশে বিক্ষিপ্ত চলাফেরা দর্শকদের মনযোগে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। অভীক সান্যালের নির্দেশনার গুণে নাটকটি উতরে গেছে। কলাকুশলীরা হলেন—সুনীত চট্টোপাধ্যায়, অভীক সান্যাল, তমাল দাস, লিপি চট্টোপাধ্যায়, স্বস্তিকা ঠাকুর, অম্বুজাপদ রাহা, আশিস ধর, সুজিত মুখোপাধ্যায়, আশিস দাস, কৌশিক দাস, গোপাল দত্ত, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুব্রত দাস, উষারঞ্জন পাল, অরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীধর দে এবং শান্তনু সিংহ রায়।

ফ্রি চক্ষু অপারেশন শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ হেলথ, সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি জঙ্গিপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে এবং ডাঃ বীরেশ্বর চক্রবর্তী, চক্ষু গবেষকের পৃষ্ঠ-পোষকতায় আগামী ২২ জানুয়ারী বাড়ালা রামদাস সেন স্কুলে একটি ছানি অপারেশন শিবির খোলা হচ্ছে। চক্ষু পরীক্ষা করা হবে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আগামী ১৫ জানুয়ারী আউট ডোরে। অপারেশন করবেন মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট নং ১ এর আর আই ও কলকাতা, ডাঃ দেবনাথ চ্যাটার্জী ও জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ সত্যজিৎ মজুমদার। যাঁরা এ সুযোগ নিতে চান তাঁদের নাম লেখাতে হবে—গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, বাড়ালা, ধীরেশ্বর চক্রবর্তী (নাইডু) শিক্ষক, যতীন পাল স্বাস্থ্য পরিদর্শক, গভর্মেণ্ট কলোনী রঘুনাথগঞ্জ কিংবা রাজানগর প্রাঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

জেলা স্পোর্টসে নবভারত শীর্ষে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ ডিসেম্বর বহরম-পুর বারাক স্কোয়ারের মাঠে জেলা এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার উপস্থিত এ্যাথলেটদের পঞ্চমাংশ ছিল নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের। এই প্রতিযোগিতায় নবভারতের আক্তার সেখ ৮০০ মিঃ দৌড়ে প্রথম, শেফালি খাতুন ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়ে প্রথম, বৈশালী সরকার ৬০০ মিঃ দৌড়ে ১ম ও সুজাতা দাস সটপুটে ২য় হয়ে নবভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ক্লাবের পুরস্কার পেল

নিজস্ব ঃ সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ভারত সরকারের স্বশাসিত সংস্থা নেহরু যুব কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লকের ১০নং জগইতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গামিলা নবীন সংঘকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ক্লাব হিসাবে পুরস্কার দিল। গত ১৮ নভেম্বর উড়িষ্যার কটকে জহরলাল নেহরু ইনডোর ষ্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক সংস্থার সম্পাদক ও সভাপতির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কারের মূল্য ২০ হাজার টাকা।

আই আর ডি পি ঋণ আদায় শিবির

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২২ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে আই আর ডি পি ঋণ আদায়ের স্বেচ্ছা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমিতি সূত্রে জানা যায় বেশ কিছু ঋণগ্রহীতা তাঁদের কাছে প্রাপ্য অর্থের কিস্তি স্বেচ্ছায় পরিশোধ করে যান। প্রায় চার লক্ষাধিক টাকা আদায় হয়েছে বলে খবর।

অবস্থা কাহিল (১ম পৃষ্ঠার পর)

আছে। সামান্য ঝড় বৃষ্টিতেই এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। ধুলিয়ান তথা সমসেরগঞ্জ ব্লক এলাকাধীন অঞ্চলে লোডশেডিং এর ফলে বেশীর ভাগ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিশেষ-ভাবে ক্ষতি হচ্ছে এবং মিল মালিক ও চাষীদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে পড়ছে।

যুবক খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

রেখে দেয়। পরে মৃতদেহটি ট্রেনে কাটা পড়ে। মৃতদেহের মাথায় ও পায়ে ধারালো অস্ত্রের দাগ আছে। কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে মারা হয়েছে বলে স্থানীয় লোকেদের ধারণা। এছাড়া মৃত-দেহটির লিঙ্গটি খুনীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে দিয়েছে বলে জানা গেল। রেলওয়ে পুলিশ খণ্ডিত মৃতদেহটি নিয়ে গেছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

জি এমের মৃত্যুতে স্মরণসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিসেম্বর কলকাতার এন পি সি সি গেষ্ট হাউসে ভোর রাতে জি এম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ দিনই দিল্লী থেকে ফিরে তিনি গেষ্ট হাউসে ওঠেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে ব্যারেজ টাউনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

চালু প্রেস বিক্রয়

রয়্যাল কোয়ার্টার মেসিনসহ সমস্ত রকম টাইপ দিয়ে চালু প্রেস বিক্রয় করা হবে। প্রয়োজনে শুধু মেসিনও দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ **সেন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

অর্থোপেডিক সার্জেন (সোম, বৃহ, শনি), ফিজিসিয়ান প্রতি সোমবার

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টাকার পূর্ণ সদ্ব্যবহার (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাজারাম মুন্দার ইট ভাটা থেকে সুজাপুর মোড়, খিদিরপুর ব্রিজ থেকে এন এইচ ৩৪, সাদিকপুর (মির্জাপুর) থেকে এন এইচ ৩৪ এবং নওদা থেকে পাউলী, এছাড়া ড্রেন করা হবে প্রতাপপুর, খড়িবোনা এবং চক বাহালায়, ৫টি পুকুরও সংস্কার করা হবে। বাড়ালার বড় সাঁকোর ড্রেনটিও হবে। বড় কালভার্ট হবে পাঁচনপাড়া থেকে নূতনগঞ্জের রাস্তার উপর। তার এষ্টিমেটেড কষ্ট ধরা হয়েছে ৩ লাখ টাকা। স্কুল বাড়ীর মধ্যে মথুরাপুর, আড়াইডাঙ্গা গুঠিয়াডাঙ্গা (মির্জাপুর)। মিঞাপুরের প্রাঃ স্কুলের বাড়ী করা হবে। ফুলতলা থেকে আমাদের ব্লকের সীমানা পর্য্যন্ত সাগরদীঘির রাস্তাটি সংস্কারের জন্য পি ডাবলু ডিকে জেলা পরিষদ সরাসরি ২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। মাটি কাটার জন্য শ্রমিক মজুরীর আরও ২ লক্ষ টাকা আমরা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে খরচ করবো। তাছাড়াও উমরপুর থেকে আমাদের ব্লক সীমা পর্যন্ত রাস্তার পাশে মাটি ফেলার জন্য ১ লাখ টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং সে কাজ চলছে। এ সব কাজ করাতে গিয়ে স্থায়ী কমিটি সর্ব-সম্মতিক্রমে স্থির করেন রাস্তা সংস্কার বা অন্যান্য কাজের জন্য যে ইট লাগবে তা যাঁরা গত বছরের দরে দিতে পারবেন তাঁদের কাছ থেকেই নেওয়া হবে। পুরাণো সরবরাহকারীরা তাতে রাজী হওয়ায় নূতন টেণ্ডার নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। সভাপতি হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে বলেন তৎকালীন মেটিরিয়ালস্ বহন খরচ সমেত হাজার ইটে পড়বে ১১৫০ টাকা যা এখনকার রেটে চলছে ১৪৫০ টাকা। আমরা এই টাকা বাঁচাতে পারায় কম টাকায় বেশী কাজ করতে পারবো। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় নূতন ঠিকাদাররা বলছেন তাঁরাও ঐ টাকাতেই কাজ করতে রাজী ছিলেন। তবে কি কারণে তাঁদের কাজ দেওয়া হলো না? উত্তরে সভাপতি বলেন পুরাণো সরবরাহকারীরা আমাদের কাজ করেছেন, তাঁদের আমরা যতটা বিশ্বাস করতে পারি ততটা বিশ্বাস করা নতুনদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের স্বভাবতই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তার উপর টেণ্ডার যখন চাওয়াই হয়নি তখন নতুন নিযুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। আলোচনার মধ্যে সভাপতি জানান এ মহকুমার ব্লকগুলির মধ্যে সাগরদীঘি ও সুতী-২ অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র ছিল। এবার আমাদের ব্লকে এই পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়েছে। সেই অনুযায়ী এই ব্লকে ১৫০ কেন্দ্র হবে। প্রতি ১ হাজার জনসংখ্যায় একটি করে কেন্দ্র হচ্ছে। কোথায় কোথায় কেন্দ্র হবে তা ঠিক করা হচ্ছে। শীঘ্র কেন্দ্রের নাম জানাতে পারবো। তিনি বলেন—তাঁরা মাঝে মাঝে তাঁদের কাজ-কর্মের খতিয়ান জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন বলে ঠিক করেছেন। সেটা করতে পারলে জনসাধারণকে উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে অবহিত রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।